www.YaNabi.in

বর্তমান যুগে ঈমান আক্বিদা ও
আমল কে মজবুত করার জন্য নিম্নলিখিত
বইগুলি অবশ্যই পড়ুন–

১। কানযুল ঈমান ও নুরুল ইরফান (বাংলা)
২। কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান (বাংলা)
৩। বাহারে শরীয়াত (বাংলা)
৪। ক্বানুনে শরীয়াত (বাংলা)
৫। ফায়যানে সুন্নাত (বাংলা)
৬। জা'আল হক্ব (বাংলা)
৭। শানে হাবিবুর রহমান (বাংলা)
৮। সালতানাতে মুস্তাফা (বাংলা)
৯। ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ পত্রিকা (বাংলা)
১০। হানাফীদের কয়েকটি জরুরী মাসায়েল (বাংলা)

উপরিলিখিত বইগুলি সহ মুফতী সাহেবের সমস্ত বই পাওয়ার জন্য
মুফতী সাহেবের সঙ্গে, অথবা নিম্নলিখিত স্থানে যোগাযোগ করুন–

ক) আলীমপুর (চারগাছি) খানক্বাহ শরীফ- সাগরদিঘী, মুর্শিদাবাদ
খ) মুফতী বুক হাউস- ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
গ) হাজী বুক ষ্টোর - গাড়ীঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ঘ) নুরী বুক ডিপো - গাড়ীঘাট মাদ্রাসা গেট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
ঙ) রেজবী বুক ডিপো - ভগবানগোলা ষ্টেশন রোড, মুর্শিদাবাদ।
চ) রেজা লাইব্রেরী - পাকুড়তলা, নলহাটি পশ্চিমবাজার, বীরভূম।
ছ) ইসলামিয়া লাইব্রেরী - কে.এন. রোড, (মানষিক হসপিটালের
বিপরীতে) বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

বিঃ দ্রঃ– ভাষা ও মুদ্রণ ত্রুটি মার্জনীয়।

www.YaNabi.in

রাসুল প্রেম-ই আল্লাহ প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত

www.YaNabi.in

মুর্শিদ প্রেম-ই রাসুল প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত

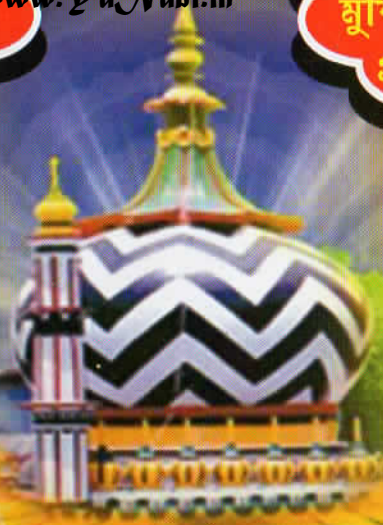

মুসলিম সমাজে কিছু ভুল কথা–কর্মের সংশোধনে

নগদ কথা

ফাক্বীহে বাঙ্গাল মুনাযিরে আহলে সুন্নাত হযরাতুল আল্লাম
আলহাজ মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী মাযহারী (জঙ্গীপুরী)
(এফ.ডি.এন., এম.এম., এম.এ., বি.এড)

–ঃ সহকারী শিক্ষক ঃ–
নাইত শামসেরিয়া হাই মাদ্রাসা (H.S.)
সাং- সন্ন্যাসীডাঙ্গা, পোঃ- বাড়ালা, থানা- রঘুনাথগঞ্জ
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২৩৫

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুসলিম সমাজে কিছু ভুল কথা কর্মের সংশোধনে

নগদ কথা

ফাক্বীহে বাঙ্গাল মুনাযিরে আহলে সুন্নাত হযরাতুল আল্লাম
আল্‌হাজ মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী মাযহারী (জঙ্গীপুরী)
(এফ.ডি.এন., এম.এম., এম.এ., বি.এড)
মোবাইল- 9434164314

সহযোগীতায় ঃ-
এম. এস. আলী রেজবী (এম. এ.)
মোঃ শহীদুল্লাহ্ রেজবী (বি.কম.)
সহকারী শিক্ষক- উমরপুর বিদ্যাসাগর অ্যাকাডেমী
প্রকাশক ঃ-
মোঃ হুমাম রেজা মাক্কী (শাহ্‌যাদাহ্)

প্রকাশ কাল ঃ- ফাতিহা দোওয়ায দাহুম শরীফ
১২ই রবিউল আওওয়াল ১৪৩৯ হিজরী
ইং- ২রা ডিসেম্বর, ২০১৭ সাল
(প্রথম সংস্করণ)
হাদিয়া ঃ- ৪০/- (চল্লিশ টাকা) মাত্র
মুদ্রণ সংখ্যা ঃ- ২০০০
মুদ্রণে ঃ- বাসন্তী প্রেস, বালিঘাটা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
মোঃ- -৯৬০৯০১৭৬৮৩

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নগদ কথা বইটি সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী কথা

১। এই বইটি মূলতঃ মুসলিম সর্ব সাধারনের কিছু কিছু ভুল কথা-কর্মের সংশোধনের নিয়তে লিখা হয়েছে।

২। কোনো কোনো সাধারন আলেম অ-সাবধানতা বশতঃ কিছু কিছু ভূল কথা বলে থাকেন, তাঁদেরকে সে সম্পর্কে কেবল্ লোকমা দিয়ে একটু সজাগ ও সতর্ক করা হয়েছে।

৩। বইটির মধ্যে খুব সরল সহজ চলতি বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যেন অতি সাধারণ লোকেরও পড়তে ও বুঝতে অসুবিধা না হয়।

৪। উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে প্রতিটি মূল কিতাবের নাম, খন্ড এবং পৃষ্ঠা নং খুব সতর্কতা অবলম্বন করে-ই উল্লেখ করা হয়েছে।

৫। প্রেস ইত্যাদির বিভিন্নতার কারণে হয়তো পৃষ্ঠা ইত্যাদির নং আগে পিছে হতে পারে।

৬। আকাবিরে আহলে সুন্নাত অ-জামাত নিজেদের কিতাবাদিতে যেটাকে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন তাদের উপর এ'তেমাদ (আস্থা) রেখে, সেটাকে-ই হাদীস বলে তুলে ধরা হয়েছে।

৭। নাগালের মধ্যে ভাল আরবী প্রেস না থাকায়, আরবী, ফারসী ও উর্দু বরাতগুলি দেওয়া সম্ভব হয়নি ঠিক-ই, তবে ঐ বরাতগুলির অর্থ এবং ব্যাখ্যা সহ বাংলা উচ্চারণ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৮। বইটির কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় প্রতিটি বিষয়ের স্বপক্ষে একটি করেই কিতাবের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৯। বই ছাপানোর নিয়ম অনুযায়ী বইটি ৪৮ ফর্মাটে সীমাবদ্ধ রাখতে গিয়ে সর্বমোট ৭৩টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয়েছে।

১০। বইটি লিখতে গিয়ে স্থান, কাল ও পাত্র হিসাবে কোথাও কোথাও হয়তো একাকটুকু নরম গরম শব্দও চলে এসেছে। তার কারণ, আমিও তো রক্তে মাংসে গড়া একজন মানুষ।

১১। পাঠক মহলকে প্রথমে সূচীপত্র অতঃপর বইটি আগাগোড়া মনযোগ সহকারে পড়ার অনুরোধ রইল।

১২। বইটি প্রস্তুত করতে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন, সু-পরামর্শ দিয়েছেন এবং উৎসাহ যোগিয়েছেন। তাদের সকলের জন্য রইল আন্তরীক মুবারাকবাদ ও দুওয়া।

অনুরোধ

পাঠক/পাঠিকাগণের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ যে, নগদ কথা বইটির মধ্যে যদি কোনো প্রকারের কোনো ভুল ত্রুটি কারো নজরে ধরা পড়ে, তাহলে দয়া করে সরাসরি আমাকে অবশ্যই জানাবেন। সেটা যদি সত্যি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে আগামী সংস্করণে তার সংশোধন করে দিব বলে ওয়াদা রইল। ইনশা আল্লাহ।

খাদিমে-আহলে সুন্নাত অ-জামাত
মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী মাযহারী
M : 9434164314

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নগদ কথা

সূচীপত্র

১। জাল্লে জালালাহু না জাল্লা জালালুহু?
২। অলা আলে না অ-আলা আলে?
৩। হযরাত-আযরাইল না হযরাত ইযরাইল?
৪। সেহ্‌রী না সাহ্‌রী?
৫। সেজদাহ না সাজদাহ?
৬। কোন্ নামের পূর্বে মহম্মদ শব্দ ব্যবহার করা না জায়েজ?
৭। ঈদুয্‌যোহা না ঈদুল আয্‌হা?
৮। হযরাত ইবরাহীমের পিতা আযর না তারিখ?
৯। হযরাত আলী কাররামুল্লাহু না কাররামাল্লাহু?
১০। হুযুরকে প্রভু বলা জায়েজ কী না?
১১। মুহাম্মাদ কী মুহাব্বাত এই শেরটি কী আ'লা হযরাতের?
১২। সুরা আল কাফিরুনের ৫নং আয়াতে আনা শব্দে টান দেওয়া যাবে কী না?
১৩। আরবীতে মাহ্‌বাত শব্দের অর্থ কী?
১৪। মেহেবুবে খোদা না মাহবুবে খোদা?
১৫। আক্বীদা না আক্বীকা?
১৬। আবে যমযমের পানি বলা কী ঠিক?
১৭। মেহেরাম না মাহরাম?
১৮। দুম না দাম্?
১৯। "মান আরাফা নাফসাহু" এটা আয়াত না হাদিস?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

২০। হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান হাদীস কী না?
২১। উত্বলুবুল ইলমা অ-লাও বিসসীন হাদীস কী না?
২২। যাদেরকে দেখে খোদার স্মরন আসে এটা কী হাদীস?
২৩। লা স্বলাতা ইল্লা বেহুযুরিল ক্বাল্ব হাদীস কী না?
২৪। ইত্তাকু ফিরাসাতাল মুমিনে হাদীস কী না?
২৫। হুযুর কম্বল ব্যবহার করতেন কী না?
২৬। মহিলাদের পায়জামা পরার একটি হাদীস?
২৭। ক্বাদিয়ানিদের মন গড়া একটী হাদীস?
২৮। লাওলাকা হাদীসের তাহ্ক্বীক্ব?
২৯। কোন্ জুতো পচ্ছন্দনীয়?
৩০। হুযুরের পুত্র হযরাত ইবরাহীম সম্পর্কে একটি হাদীস।
৩১। কোনো রোগ ছোয়াচে হয় না।
৩২। ধনী ও সুস্থ থাকার একটি হাদীসী আমল।
৩৩। আঙুলে তোসবী পড়ার হাদীস।
৩৪। কোন্ কোন্ রোগকে অপছন্দ করা উচিৎ নয়।
৩৫। মাদরাসা নবীর ঘর এটা কী হাদীস?
৩৬। মুমিনের হৃদয় আল্লাহর আরশ এটা কী হাদীস?
৩৭। কোরআন শরীফে আলা শব্দ কী ১ জায়গায় আছে?
৩৮। অখন্ড ভারতে ইসলাম ধর্ম সর্ব প্রথম কে এনেছেন?
৩৯। মাথায় পাগড়ী বাঁধার নিয়ম কী?
৪০। জুতো বসে বসে পরা সুন্নাত।
৪১। রোদ্রে পানি গরম করে গোসল করা ঠিক নয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৪২। আক্বিমুসস্বলাত ক্বোরআনে ৮২ জায়গায় নাই।
৪৩। ইফতারের দুওয়া কখন পড়তে হবে?
৪৪। আলেম ও জাহেলের পাপে তফাত।
৪৫। হযরাত সাকিনার বিবাহ ক্বাসিমের সাথে হয়নি।
৪৬। কাঁকড়া খাওয়া হারাম।
৪৭। গায়েবী জানাযার নামায পড়া না জায়েজ।
৪৮। শিকমা খাওয়া নিষেধ।
৪৯। দুলদুল কী প্রকৃত কোনো ঘোড়ার নাম?
৫০। কবরে কোন্ ভাষায় প্রশ্ন হবে?
৫১। প্রথম রাকাতে সুরা নাস পড়া যাবে কী না?
৫২। মুনাজাতের শেষে বাহাক্কে হবে না বেহাক্কে হবে?
৫৩। আখেরী চাহার শাম্বা ভিত্তিহীন।
৫৪। মহিলাদের মাজারে যাওয়ার অনুমতি নাই।
৫৫। কুরবানীর চামড়ার টাকা মসজিদে লাগানো যাবে।
৫৬। নামাযে পায়জামা ও প্যান্টের মুড়ি গুটানো নিষেধ।
৫৭। কবরস্থানে মিষ্টান্ন দ্রব্য নিয়ে যাওয়া যুক্তিহীন।
৫৮। কবরে লাশকে সম্পূর্ণ কাইত করে রাখাটাই সুন্নাত।
৫৯। মসজিদের ভিতরে আজান দেওয়া নিষেধ।
৬০। একামতের সময় বসে থাকা সুন্নাত।
৬১। কেরামান কাতেবীন কোনো ফেরেশ্তার নাম নয়।
৬২। মেরাজ শরীফে হুযুর জুতো মুবারাক পরে আরশের উপরে উঠেননি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৬৩। একেবারে-ই ছোটো মাছ খাওয়ার অনুমতি নাই।
৬৪। মহিলা মুরীদকে পীর সাহেবের সামনে পর্দা করতে হবে কীনা?
৬৫। আক্বীক্বার মাংস নানা-নানি খেতে পাবে কিনা?
৬৬। মহরমের মাসে বিবাহ দেওয়া যাবে কিনা?
৬৭। যাকাতের টাকা মাদরাসায় দেওয়ার নিয়ম।
৬৮। মসজিদে প্রবেশ করার পর না বসে-ই নামায পড়া সুন্নাত।
৬৯। ওয়াস্তাগফিরিল্লাহা না আস্তাগফিরুল্লাহা?
৭০। হযরাত ইমাম হাসানকে জা'য়েদা-ই বিষ দিয়েছিল।
৭১। মোচ চেঁছে ফেলা নিষেধ।
৭২। তাহাজ্জুদ পড়ার পূর্বে ঘুমানো শর্ত ও জরুরী।
৭৩। জানাযার নামাযে তকবীর বলার সময় আকাশের দিকে তাকানো ঠিক নয়।

* ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ পত্রিকা পড়ুন ও পড়ান।
* আ'লা হযরাতের শত বার্ষিকী উরুস মোবারাক- জিন্দাবাদ।
* মাসলাকে আ'লা হযরাত- জিন্দাবাদ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুসলিম সমাজে কিছু ভুল কথা-কর্মের সংশোধনে

নগদ কথা

১। আমাদের মুসলিম সমাজে, সাধারণ লোকতো সাধারণ লোক, অনেক মওলবী সাহেবের মুখেও আল্লাহ পাকের জন্য এই আরবী বাক্যটি শোনা যায় "জাল্লে জালালাহু"। অথচ আরবী ব্যাকারণ অনুযায়ী বাক্যটি উচ্চারণগত ভূল। এর সঠিক উচ্চারণ হবে "জাল্লা জালালুহু"। যেমন- কবি কাজী নজরুল ইসলাম একটি গজলে বলেছেন- আল্লাহু আল্লাহু তুমি জাল্লা জালালুহু। শেষ করাতো যায় না গেয়ে তোমার গুনগান। অনুরূপ, আল্লাহ জাল্লে শানুহু উচ্চারণটিও ভূল। সঠিক উচ্চারণ হবে আল্লাহ জাল্লা শানুহু অ আম্মা নাওয়ালুহু।

২। খাস করে বাঙ্গালী সুন্নী বেরেলবী মুসলিম সমাজে জালসা-জুলুসে, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদিতে জামাত সহকারে স্বরবে যে দরুদ শরীফটি খুব বেশী বেশী পাঠ করা হয়। আমি তার নাম রেখেছি হানিফী দরুদ শরীফ। এই দরুদ শরীফটি পড়তে গিয়ে ১ম কলির শেষ লাইনটি মানুষ এই ভাবে পড়ে- অলা আলে সায়্যেদেনা মাওলানা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম)। অথচ বাক্যটির মধ্যে উচ্চারণগত এমন একটি মারাত্মক ভুল রয়েছে, যাতে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ হয়ে যায়। সঠিক উচ্চারণ হবে- অ-আলা আলে সায়্যেদেনা মাওলানা মুহাম্মদ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম)।

প্রশ্ন– হানিফী দরুদ শরীফটির ২য় কলিটি সল্লুআলা মুহাম্মদিন হবে? না সল্লে আলা মুহাম্মাদিন হবে?

উত্তর– "আল্লাহুম্মা" শব্দের পর সব সময় সল্লে আলা মুহাম্মাদিন হবে। আর যদি আল্লাহুম্মা শব্দের পর না হয়, তাহলে সল্লু আলা মুহাম্মদিন বা সল্লে আলা মুহাম্মদিন দুটোই পড়া জায়েজ হবে।

৩। সাধারণ লোকের কথা বাদ-ই দিলাম। বহু আলেম আজও নিজেদের ভাষণে, না'ত ও গজল ইত্যাদিতে মালাকুল মাউত ফেরেশ্তার নাম হযরাত আযরাইল আলাইহিস সালাম বলে গোটা পশ্চিমবঙ্গ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। অথচ আযরাইল শব্দটি উচ্চারণগত ভূল। এর সঠিক উচ্চারণ হবে– হযরাত ইযরাইল আলাইহিস সালাম। যেমন– হযরাত জিবরাইল, হযরাত ইসরাফিল, হযরাত মিকাইল (আলইহিমুসসাল্লাম)।

৪। শতকরা নব্বই ভাগ-ই মুসলমানদের মুখে শোনা যায় যে রমজান মাসে ভোর রাত্রে সেহরী খাওয়া সুন্নাত। শরীয়াতের বিধান মতে মসলাটি সম্পূর্ণ-ই সঠিক, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেহরী শব্দটি উচ্চারণ গত ভূল। এই শব্দটির সঠিক উচ্চারণ হবে সাহ্রী। আল্হামদুলিল্লাহ। আমার হাত দ্বারা এ পর্যন্ত মাহে রমযানের যত ইশ্তেহার বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বেরিয়েছে, সেগুলিতে সঠিক উচ্চারণ সাহরী শব্দটি-ই ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে সেহরী শব্দটি আর কেউ লিখেননা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বললেই চলে। সুম্মা আল্হামদুলিল্লাহ।

৫। ঈমানের পরে পরে হক্কুল্লাহ আমলের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ আমল হচ্ছে নামায। আর নামাযের ভিতরে মোট ৭টি ফরযের মধ্যে, সাজদাহ্ করা হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। বড় আফসোসের বিষয় যে, নামাযের এই গুরুত্বপূর্ণ ফরযটির আসল নাম সাজদা শব্দটিকে বিকৃত করে কিছু মানুষ সেজদাহ / সিজদা শব্দতে পরিনত করে ফেলেছে। (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ পাক যেন তাঁর হাবীবের ওসীলায় আমাদেরকে ইসলামী শব্দগুলির সঠিক উচ্চারণ করার তাওফীক্ব দান করেন। (আমীন)

৬। আজও বহু মুসলমানের নাম শোনা যায়, মোঃ গোলাম রাসুল, মোঃ গোলাম নবী, মোঃ গোলাম গওস, মোঃ গোলাম ইয়াযদানী ইত্যাদি। অথচ এই প্রকার নাম রাখা শরীয়াত মতে জায়েজ নয়। শরীয়াতের বিধান মতে, যে নামের প্রথম শব্দ গোলাম হবে। সেই নামের পূর্বে মোঃ শব্দটি ব্যবহার করা জায়েজ হবে না। অর্থাৎ নাম হবে, শুধু গোলাম রসুল, গোলাম নবী, গোলাম গওস, গোলাম খাজা, গোলাম আ'লা হযরাত ইত্যাদি ইত্যাদি। (আহকামে শরীয়াত ৯৭ পৃঃ)

৭। মুসলিম জাহানের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব কুরবানীর ঈদ, ঈদুযযোহা নামে এমন ভাবে প্রচার হয়ে আছে যে, ডায়েরী, ক্যালেন্ডার ও সরকারী বাৎসরিক ছুটির তালিকাতেও ঐ নামই ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ শব্দটির

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আসল ও সঠিক উচ্চারণ ঈদুয্‌যোহা নয়। বরং ঈদুল আযহা। এই কথাটি সমস্ত ওলামায়ে কেরামের-ই জানা আছে। কিন্তু তারা প্রচার কম করে থাকেন। এটা ব্যাপক ভাবে প্রচার করা দরকার।

৮। পবিত্র ক্বোরআন ৭ পারা সুরা আনআমের ৭৪নং আয়াতে বলা হয়েছে– এবং স্মরন করুন যখন ইবরাহীম আপন পিতা আযরকে বললেন, তুমি কি মুর্ত্তিগুলোকে খোদা বানাচ্ছো? নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে ও তোমার সম্প্রদায়কে সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে পাচ্ছি। এই আয়াতের মধ্যে হযরাত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম "আযর" কে পিতা বলে সম্বোধন করেছেন। এই দেখে নাজদী, ওয়াহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী, সালাফী, জামাতে ইসলামী এমনকি কিছুকিছু ফুরফুরাপন্থী মওলবী সাহেবগণও আযরকে হযরাত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পিতা সাব্যস্ত করে, পাইকারীদরে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ আযর হযরাত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের চাচা ছিল। সে মুশরিক ছিল। আর কোনো কাফির, মুশরিক নবী রসুলের পিতা হতে পারে না। উক্ত আয়াতে বর্ণিত "আযর" শব্দের ব্যাখ্যায় কানযুল ঈমান সহ তাফসীর নুরুল ইরফান (বাংলা) ৩৫৫ পৃঃ ১৪৯ নং টিকায় বলা হয়েছে যে, এখানে পিতা মানে চাচা। কেন না হযরাত ইবরাহীমের পিতার নাম তারিখ ছিল। তিনি একত্ত্ববাদী মুমিন ছিলেন। চাচার নামই আযর ছিল। সে মুশরিক ছিল। আরবে সাধারণতঃ চাচাকেও পিতা বলা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হয়। ক্বোরআন কারীমেও চাচাকে বহু জায়গায় পিতা বলা হয়েছে।

আমাদের দেশেও কাকাদেরকে বাপ বলার প্রচলন রয়েছে। যেমন– বড়োবাপ, মেজোবাপ, লবাপ, ছোটোবাপ ইত্যাদি। এর অর্থ–এটা নয় যে, কাকাও আপন বাপ হয়ে গেল।

৯। কার নাম বলব?

আজও অনেকের মুখে শোনা যায় যে, চতুর্থ খলিফা হযরাত আলী কাররামুল্লাহু তা'লা অজহুল কারীম। (নাউযুবিল্লাহ) অথচ আরবী ব্যাকারণ অনুযায়ী বাক্যটির উচ্চারণ সঠিক নয়। চতুর্থ খলিফা হযরাত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুর জন্য উক্ত বাক্যটি ব্যবহার করার সময় আরবী ব্যাকারণের দিকে অবশ্যই খেয়াল করা দরকার। আরবী ব্যাকারণ মুতাবিক বাক্যটির সঠিক উচ্চারণ হবে– কাররামাল্লাহু তা'লা অজহাহুল কারীম। যার বাংলা অর্থ হল– আল্লাহ পাক তাঁর মহান ব্যক্তিত্ত্বকে সম্মানিত করুন।

প্রকাশ থাকে যে, হযরাত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু বালকদের মধ্যে প্রথম মুসলিম। আ'লা হযরাত রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুর মতে তিনি মাত্র ৮/১০ বছর বয়সে, হুযুর আলাইহিস সালাম এবং মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহার রাত্রীকালে নামায পড়া দেখে ইসলাম কবুল করেন। হযরাত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু জীবনে কখনও কোনো কুফরী ও শেরেকী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কাজ করেননি। তাই তার সম্মানার্থে বিশেষভাবে এই বাক্যটি তাঁর জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। (খুৎবাতে মুহররাম ১৮৬ পৃঃ)

১০। আমার রেজবী ক্বেয়াম পুস্তকের ২৬পৃঃ হুযুর আলাইহিস সালামের গুনবাচক কয়েকটি পবিত্র নাম ও খেত্বাব লিখতে গিয়ে আমি লিখেছি "আমাদের প্রভূ হযরাত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু তা'লা আলাইহি অ-সালাম।" হুযুর আলাইহিস সালামের জন্য প্রভূ শব্দটি লিখা দেখে ওয়াহাবী তো ওয়াহাবী কিছু সুন্নী মওলবী সাহেবেরও চোখ খাড়া হয়ে গেছে। অনেকেই থাকতে না পেরে আমাকে ফোনও করেছেন। তাদের ধারনায় প্রভূ হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। নবী কেন প্রভূ হবেন? যদিও ফোনে তাদেরকে তখন এর সংক্ষিপ্ত যথাযোগ্য উত্তর দেওয়া হয়েছে। তবুও এ বিষয়টি এখানে লিখিত আকারে একটু পরিষ্কার করে দেওয়া ভালো। আহলে সুন্নাত অ-জামাতের মত অনুযায়ী আল্লাহ তা'লার জন্য প্রভু, ঈশ্বর, ভগবান ও Lord God ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করা জায়েজ নয় (ফাতাওয়া রেজবীয়া ৬খঃ ২১০ পৃঃ)। তার অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি কারণ হল, এই সমস্ত শব্দগুলির প্রত্যেকটির স্ত্রীলিঙ্গ আছে। কিন্তু আরবী ভাষায় "আল্লাহ" এমন একটি শব্দ যার স্ত্রীলিঙ্গ হয়না। সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে আল্লাহ বলে অথবা তাঁর গুনবাচক কোনো নাম ধরেই ডাকতে হবে। এটাই শরীয়াতের বিধান।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

একটি মসলা– আল্লাহর জন্য খোদা শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ।

আল ক্বোরআন ২৮ পারা সূরা হাশর আয়াত নং ২৪-এ "আল আসমাউস হুসনা" অর্থাৎ– তাঁরই রয়েছে সব ভাল নাম এর ব্যাখ্যায় বাংলা কানযুল ঈমান সহ তফসীর খাযাইনুল ইরফানের ২য় খন্ডে ১৪৮৫ পৃঃ লিখা আছে যে, (আল্লাহর) একটি নাম যাতী (সত্তাগত)। তা হচ্ছে আল্লাহ। আর বাকী গুলো সিফাতী (গুনগত)। সর্ব মোট নাম নিরানব্বইটি। কোনও কোনও বর্ণনামতে এক হাজার বা তিন হাজার। কিন্তু প্রতিটি নামই অতি সর্বোচ্চ মানের অর্থ সমৃদ্ধ। এ থেকে বুঝা গেলো যে, মহান রবকে মামুলী নামে স্মরণ করা জঘন্য অপরাধ, যেমন প্রভু ইত্যাদি। প্রকাশ থাকে যে, বাংলা ভাষায় প্রভূ শব্দটি এমন কোনও বড়ো ও আহামরী শব্দ নয়। যেটা নবীর জন্য ব্যবহার করা যাবে না। ইংরেজী ভাষার মাষ্টার শব্দের অর্থ - হচ্ছে প্রভূ। সুতরাং হুযুর পাকের জন্য প্রভূ শব্দ ব্যবহার করা, কোনো ব্যাপারই নয়।

১১। কিছু বক্তার মুখে মাইক ফাটানো আওয়াজে শোনা যায় যে, আ'লা হযরাত বলেছেন।
"মুহাম্মদ কী মুহাব্বাত দ্বীনে হক্ব কী শার্তে আওয়াল হ্যায়
ইসি মে হো আগার খামী তো সাব কুছ না মুকাম্মাল হ্যায়।"
অথচ হুযুর পাকের শানে এই উর্দু ছন্দটি আদৌ আ'লা হযরাতের লিখা নয়। এই উর্দু ছন্দটি কার লিখা? বহু কিতাবাদি দেখার পর এর হদিস পাওয়া গেল। এ ব্যাপারে ভারত বিখ্যাত আলেম হযরাত আল্লামা মোঃ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমিনুল ক্বাদেরী সাহেব তাঁর তারিখে কারবালা নামক কিতাবের ২১ পৃঃ লিখেছেন যে, উক্ত ছন্দটি ভারত বিখ্যাত উর্দু কবি জনাব হাফীয জালিনধারীর লিখা।

বিঃ দ্রঃ– এই উর্দু অন্তরার দ্বিতীয় অংশটি নিম্নরূপ।

মুহাম্মাদ কি গোলামী হ্যায় সানাদ আযাদ হোনেকী
খোদা কে দামানে তাওহীদ মে আবাদ হোনে কী

১২। ক্বোরআন শরীফের ১০৯ নং সূরা 'সূরা আল কাফিরুন'। এই সূরার ৪নং আয়াতটি হল– "অলা আনা আবিদুম মা আবাত্তুম"। এই আয়াতের মধ্যে আনা শব্দটির নূন অক্ষরে আলিফ দেখে অনেক ইমাম সাহেব বেশ টান দিয়েই পড়েন। অথচ ইল্‌মে তাজ্‌বীদ ও ক্বেরআতের মসলা অনুযায়ী এটা সঠিক নয়। এই আলিফে টান হয়না। এই বিষয়টি ক্বারী সাহেবেরা আরো বেশী ভাল বলতে পারবেন।

১৩। ক্বিয়াম করার সময় একটি উর্দূ ছন্দ কেউ কেউ এই ভাবে পড়ে থাকেন।

আপে সুলত্বানে মাদীনা।
মুহাব্বাতে ওয়াহইয়ো সাকীনা।।
নূর সে মামূরও সীনা।
মুশ্‌ক সে বেহতার পাসীনা।

এই ছন্দে ব্যবহৃত 'মুহাব্বাতে' শব্দটি ভূল। আসলে শব্দটি "মাহবাত্বে" হবে।

মুহাব্বাত শব্দের অর্থ – ভালবাসা। আর মাহবাত শব্দের অর্থ – হল অবতরণ স্থল। যেটা এখানে প্রযোজ্য।

বিঃ দ্রঃ– এখানে ওহী অবতরণের স্থানের কথা বলা হয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১৪। কিছু কিছু লোক বক্তব্য ইত্যাদিতে খুব যোশে পড়ে হোশ হারিয়ে বলে থাকেন যে, মেহবুবে দো আলাম বলেছেন। খোদার মেহবুব বলে গেছেন। অথচ আরবী ভাষায় মেহবুব বলে কোনো শব্দই হয়না। আসলে শব্দটির সঠিক উচ্চারণ হবে– মাহ্‌বুব। আমার মাঝে মাঝে চিন্তা হয় যে, যে শব্দগুলি হুযুর পাকের জন্য ব্যবহার করা হয়। সেগুলির হিসাব কিতাব না করে, ব্যবহার করে কি করে?

১৫। এখনও বহু মসলমান নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে, ছেলের আক্বীদা দেওয়া লাগবে। আবার কেউ কেউ বলে আমি আমার মেয়ের আক্বীদা বা আঁখিয়া দিব। মনে রাখা দরকার ইসলাম ধর্মের জরুরী ও মৌলিক বিষয়াদির বিশ্বাস সমূহকে আক্বীদা বা আক্বাইদ বলা হয়। আর সন্তান জন্ম গ্রহনের শুকুর আদায় করার জন্য ইসলামী নিয়মনীতি মেনে নির্দিষ্ট হালাল পশু যবেহ করার নাম হল আক্বীক্বা। যার আর একটি নাম হল নাসীকা। সুতরাং আক্বীক্বা ও আক্বীদার মধ্যে কী ফারাক তা যেন অবশ্যই মনে থাকে।

১৬। অর্থ না বুঝার কারণে সাধারণ লোক হয়তো বলতেই পারে। কিন্তু কোনো মওলবী সাহেব যখন বলেন যে "আবে যমযমের পানি" তখন এটা হয়ে যায় একটি হাস্যকর ব্যাপার। কোনো আলেমের মুখে যখন এই বাক্যটি শুনতে পাই। তখন একটু হাঁসিও আসে আবার খানিকটা লজ্জাও লাগে। আসলে বাক্যটি হবে, শুধু "আবে যম যম" ফারসী ভাষায় আব অর্থ– পানি। আর যমযম অর্থ– মক্কা নগরে কা'বা ঘরের পাশে কুদরতী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

একটি কুঁয়ো বা ইন্দারার নাম। কাজেই আবে যমযম এর অর্থ-ই হল যমযমের পানি। আর আবে যমযমের পানি বললে অর্থ– দাঁড়াবে যমযমের পানির পানি। যেটা ভূল।

১৭। কোনো মুসলিম মহিলা যদি হজ বা উমরাহ করতে যায়, তাহলে তার সাথে এমন একজন আত্মীয় মুসলিম পুরুষ লোক থাকা জরুরী, যার সাথে ঐ মহিলার বিবাহ করা চিরতরে হারাম। যেমন– পিতা, সহদর ভাই, আপন পুত্র ইত্যাদি। এটাকে মুহরিম বা মেহরাম বলা ভূল। শব্দটির সঠিক উচ্চারণ হবে – মাহ্‌রাম। (মালফুয শরীফ ১ম খঃ ১০৩ পৃঃ)

১৮। একজন হাজি সাহেব। তিনি আবার মওলবী সাহেবও বটে। মক্কা শরীফ থেকে আমাকে ফোন করে হজ সম্পর্কে, একটি মসলা বলার জন্য, অনুরোধ করতে গিয়ে, বলছেন যে, হুযুর হজের মধ্যে কি ধরনের ভূল হলে তার কাফফারা স্বরূপ দুম দিতে হয়?

আমি তার মুখে যেমন-ই শুনেছি দুম, তেমন-ই আমার আক্কেল গুম (গুরুম)। তার কারণ হলো, সে শুধু সাধারণ হাজি নয়, বরং মওলবী সাহেব হাজি। আর মওলবী সাহেবের মুখে এ ধরনের ভূল শব্দ মোটে-ই কামনা করা যায় না। যাই হোক, উত্তর দিতে গিয়ে আমি তাকে বললাম যে, বাবা, হজের মধ্যে যদি কিছু ভূল হয়ে যায়। তাহলে সেটা পূরণ করার জন্য কাফকারা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

স্বরূপ যেটা করতে হয়, সেটা দুম নয়। বরং সেটাকে আরবী ভাষায় দম্ বা দাম্ বলা হয়। আরবী ভাষায় দম্ বা দাম্ এর শব্দার্থ হচ্ছে – রক্ত। আর এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে – কুরবানী। আর দুম হচ্ছে – উর্দু শব্দ যার অর্থ হয় – লেঙ্গুর বা লেজ। ফাক্বীহে মিল্লাত, আল্লামা, মুফতী, মোঃ জালালুদ্দিন আহমাদ আমজাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহ তাঁর 'হজ ও যিয়ারত' নামক উর্দু কিতাবের ৮৪পৃঃ "হজের মধ্যে ভুল ও তার কাফকারা" শিরনামে হজের মধ্যে ১৪টি এমন ভূলের কথা উল্লেখ করেছেন। যাতে দম্ / দাম্ অর্থাৎ– কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব হয়। তার মধ্যে কেবল ১টি ভূলের কথা উদাহরণ স্বরূপ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। যেমন– উমরার সমস্ত কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু মাথা ন্যাড়া করা বাকী ছিল। এমতাবস্থায় যদি দ্বিতীয় উমরার এহরাম বেঁধে ফেলে তাহলে, তার উপরে দাম্ বা কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে।

১৯। এক জায়গায় একবার জুময়ার দিনে, মসজিদে জুময়ার নামায পড়তে গিয়ে দেখছি, একজন মওলবী সাহেব খুৎবা পড়ার আগে বক্তব্য রাখছেন। তিনি নিজ বক্তব্যের মাঝে খুব জোর গলায়, বাম হাত ঝেড়ে ঝেড়ে বার বার একথা বলছেন যে, ক্বোরআন শরীফে আছে "মান আরাফা নাফসাহু ফাক্বাদ আরাফা রববাহু" ক্বোরআন পাকে লিখা আছে "মান আরাফা নাফসাহু ফাক্বাদ আরাফা রব্বাহু" তাঁর এই ভাষন শুনে আমিতো

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

একেবারে অবাক। মনে হচ্ছে দাঁতে আঙ্গুল কাটি। কিন্তু দাঁতে তো আঙ্গুল কাটা যায় না। এটা একটা কথার কথা মাত্র। কি আর করব। দুই হাতের শাহাদাতের দুটি আঙ্গুল দিয়ে দুই কানকে চেপে ধরে, মনে মনে "লা হাওলা অ-লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আযীম" এবং "আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বী মিন কুল্লি যামবিঁউ অ-আতুবু ইলায়হি" পাঠ করতে লাগলাম। তার কারণ হলো "মান আরাফা নাফসাহু ফাক্বাদ আরাফা রব্বাহু" আদৌ ক্বোরআন শরীফের কোনো আয়াত নয়। আর ইসলামী বিধান মতে, ক্বোরআন পাকের কোনো আয়াত কে আয়াত না বলা যতবড় পাপ। যেটা আদৌ ক্বোরআন পাকের আয়াত নয়। সেটাকে ক্বোরআন পাকের আয়াত বলে চালিয়ে দেওয়া, তার চাইতে কম বড় পাপ নয়। "মান আরাফা নাফসাহু ফাক্বাদ আরাফা রব্বাহু" এর বাংলা অর্থ হচ্ছে– যে নিজেকে চিনল, সে রবকে চিনল। আর এর ব্যাখায় মাঝে মধ্যে আমি বলে থাকি যে, যে ব্যাক্তি রবকে চিনবে সে ব্যাক্তি সবকে চিনবে। যাই হোক "মান আরাফা নাফসাহু ফাক্বাদ আরাফা রব্বাহু" এটা তো কালাম পাকের আয়াত নয়। এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত। তবে এটা হাদীস কিনা, এই বিষয়টি নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ধরে, বহু কিতাব পত্র ঘাঁটাঘাটি করে শেষ পর্যন্ত জানতে পারলাম যে, বড় বড় আওলিয়ায়ে কেরাম এবং বড় বড় ওলামায়ে কেরাম তাঁদের বিশেষ করে ইলমে তাসাউউফের বিভিন্ন কিতাবাদিতে এটা কে হাদীস বলে-ই বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটা হাদীস এতে কোনো

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সন্দেহ নেই।

অ-খন্ড ভারতের মাসলাকে আ'লা হযরাতের অ-তন্দ্র প্রহরী মুনাযিরে আহলে সুন্নাত, খাতীবে মাশরিক, আল্লামা মুশ্তাক আহমাদ নেযামী আলাইহির রহমাও তাঁর খুৎবাতে নিযামী নামক কিতাবের ২১৯ পৃঃ এটা কে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। মনে রাখা দরকার যে, আল্লামা নেযামী সাহেবের এই কিতাবটিকে বক্তা তৈরী করার কম্পিউটার বলা হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ– আন্দাজ আর অনুমানের উপর ভিত্তি করে কারো কোনও কথা বলা বা ওয়ায করা মোটে-ই উচিৎ নয়। আ'লা হযরাত আলাইহির রহমা তার আহকামে শরীয়াত নামক কিতাবের ২৫১ পৃঃ লিখেছেন যে, আলেম ছাড়া ওয়ায করা হারাম। উক্ত কিতাবে তিনি আরও লিখেছেন যে, আলেম হলো ঐ ব্যক্তি যিনি আক্বাইদ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং অপরের সাহায্য ছাড়াই, কিতাবাদি থেকে প্রয়োজনীয় মাসায়েল বের করতে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও সক্ষম।

২০। "হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান" অর্থাৎ – স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ। অনেকেই এটাকেও হাদীস বলে প্রচার করে থাকেন। অথচ এটা হাদীস নয়। বরং এটা সুফিয়ায়ে কেরামের একটি ক্বওল বা বাণী। আর স্বদেশ বলতে মোমিনের আসল ঘর জান্নাত অথবা মদীনা শরীফকে বুঝানো হয়েছে। দেখুন– মিরআতুল মানাজীহ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ২য় খঃ ৪৩৮ পৃঃ। ফাতাওয়া রেজবীয়া ৬খঃ ২০৪ পৃঃ।

২১। "উতুলুবুল ইলমা অ-লাও বিসসীন" অর্থ- তোমরা বিদ্যা তালাশ করো, যদিও চীন দেশ যেতে হয়। এটা কেও অনেকেই হাদীস বলে-ই প্রচার করে থাকেন। কিন্তু আসলে এটা হাদীস নয়। জাফরুল মুহাসসেলীন ফি আহওয়ালিল মুসাননেফীন নামক কিতাবের ২৬ পৃঃ এটাকে পেশওয়ায়ে মিল্লাতের মাকূলা বা প্রবাদ প্রবচন বলা হয়েছে। তবে পূনরায় তাহক্বীক্ব করে জানা গেল,এটা হাদিসের ই অংশ বিশেষ।

২২। প্রশ্ন – " আওলিয়াউল্লাহিল্লাযিনা ইযা রুঊু যুকেরাল্লাহু"
অর্থাৎ- আল্লার ওলী ঐ সমস্ত লোক, যাঁদের কে দেখে খোদার স্মরন আসে।
এটা কি হাদীস?

উত্তর- হ্যাঁ, আ'লা হযরাত আলাইহির রহমা তাঁর মালফুয শরীফের ৪র্থ খন্ডের ৫৭ পৃঃ এটাকে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।

২৩। প্রশ্ন- "লা স্বলাতা ইল্লা বেহুযুরিল ক্বাল্ব"
অর্থাৎ- হৃদয়ের উপস্থিতি ছাড়া নামায পরিপূর্ণ হবে না।
এটা কি হাদীস?

উত্তর- হ্যাঁ ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরাত আলাইহির রহমা তার মালফুয শরীফের ৪র্থ খন্ডের ৫৩ পৃঃ বলেছেন যে, ইমাম ত্বাহাবী তাঁর 'মায়ানিল আসার'

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নামক কিতাবে এটাকে হাদীস হিসাবে সনদ ছাড়া বর্ণনা করেছেন। সুতরাং, এটা হাদীস।

২৪। প্রশ্ন- "ইত্তাকু ফিরাসাতাল মুমিনে ফাইন্নাহু য়ান্‌যোরু মিন নুরিল্লাহি"
অর্থাৎ- তোমরা মুমিনের দূরদর্শিতা হতে সাবধান। কেননা তাঁরা আল্লার নূরে দেখেন।
এটা কি হাদীস?

উত্তর- হ্যাঁ, আ'লা হযরাত আলাইহির রহমা তার মালফুয শরীফ কিতাবের ১ম খন্ডের ৮৭ পৃঃ এটা কে সহীহ হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।

২৫। প্রশ্ন- হুযুর আলাইহিস সালাম কম্বল ব্যবহার করেছেন, হাদীস থেকে কি তার কোনো প্রমান পাওয়া যায়?

উত্তর- হ্যাঁ, আ'লা হযরাত আলাইহির রহমা তার মালফুয শরীফ কিতাবের তৃতীয় খন্ডের ১২পৃঃ এটা হাদীস থেকে প্রমানিত বলে উল্লেখ করেছেন।

২৬। প্রশ্ন- "আল্লাহুম্মাগফির লিলমুতাসারবেলাতিন"
অর্থাৎ- হে আল্লাহ পায়জামা পরিধান কারী মহিলাদেরকে ক্ষমা করো।
এটা কি হাদীস?

উত্তর- হ্যাঁ, আ'লা হযরাত আলাইহির রহমা তার মালফুয শরীফ কিতাবের তৃতীয় খন্ডের ১২পৃঃ এটা কে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

২৭। প্রশ্ন– "লাও কানা মুসা ওয়া ঈসা হাইয়ায়নে মা ওয়াসেআহুমা ইল্লা ইত্তেবায়ী"

অর্থাৎ– যদি হযরাত মুসা ও হযরাত ঈসা বাহ্যিক ভাবে বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁদের আমার অনুস্মরন ছাড়া আর কোনো উপায় থাকতনা।

এটা কি সত্যি হাদীস?

উত্তর– না, এটা সম্পূর্ণ হাদীস নয়। আ'লা হযরাত আলাইহির রহমা তার মালফুয শরীফ কিতাবের ৪র্থ খন্ডের ৫৫ পৃঃ বলেছেন যে, এটা মালাউন ক্বাদিয়ানী ফেরকার পেট বানানো মনগড়া, ইলযাম ও বাড়াবাড়ি। আসল হাদীসটি এতো টুকু ও এইরূপ। লাও কানা মুসা হায়য়ান অ-আদরাকা নবুয়াতী মা ওয়াসেআহু ইল্লা ইত্তেবায়ী।

অর্থাৎ– হুযুর আলাইহিস সালাম বলেছেন যে, যদি হযরাত মুসা আলাইহিস সালাম বাহ্যিক ভাবে বেঁচে থাকতেন, এবং আমার নবুয়াতের কাল পেতেন তাহলে আমার অনুস্মরন ছাড়া তাঁর কোনো উপায় থাকতোনা।

২৮। প্রশ্ন– "লাও লাকা লামা আযহারতুর রাবুবিয়াতা"

অর্থাৎ– হে আমার হাবীব আপনি যদি না হতেন, তাহলে আমি রবুবিয়াত প্রকাশ করতাম না।

এটা কি হাদীস?

উত্তর– আ'লা হযরাত আলাইহির রহমা তার মালফুয

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শরীফ কিতাবের ৪র্থ খন্ডের ৬৫ পৃঃ বলেছেন যে, আমি এটা হাদীসের কিতাবে দেখেনি। তবে হ্যাঁ, ইলমে তাসউউফের কিতাবে এসেছে। আর এ ব্যাপারে সহীহ হাদীসে যেটা আছে, সেটা হলো নিম্নরূপ–

"খালাক্বতুল খালক্বা লেউআররাফাহুম কারামাতাকা অ-মানযেলাতাকা ইনদী অ-লাওলাকা লামা খালাক্বতুদ্দুনয়া"

অর্থাৎ– হে আমার হাবীব, আমি সৃষ্ট জগৎকে এই জন্য সৃষ্টি করেছি, আমার নিকট আপনার মান সম্মান কত, সেটার পরিচয় তাদের কে দেওয়ার জন্য। আর, হে আমার হাবীব আপনাকে যদি সৃষ্টি না করতাম, তাহলে আমি পৃথিবী সৃষ্টি করতাম না।

২৯। প্রশ্ন– হলুদ রং এর জুতো পরা পছন্দনীয় এবং কালো রং এর জুতো পরা অ-পছন্দনীয় এমন কথা কি হাদীসে বলা হয়েছে?

উত্তর– হ্যাঁ, বলা হয়েছে।

ভারত বিখ্যাত মুহাদ্দিস, সদরুল উলামা ইমামুন নাহু, শারেহে বোখারী হযরাত আল্লামা মুফতী সায়্যেদ গোলাম জীলানী মিরাঠী রহমাতুল্লাহি আলাইহ তার নিযামে শরীয়াত নামক কিতাবের ৩৫পৃঃ তাফসীরে রুহুল বায়ানের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে,

(ক) হযরাত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, হলুদ রং এর জুতো পরলে চিন্তা কম হয়। সুতরাং এটা পছন্দনীয়।

(খ) বিশিষ্ট সাহাবী হযরাত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর ও

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইমাম মুহাম্মাদ বিন কাসীর রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুমা কালো জুতো পরতে নিষেধ করতেন। কেননা, এতে বেশী বেশী চিন্তা আসে। এই জন্য এটা অ-পছন্দনীয়।

৩০। প্রশ্ন– "লাও আ'শা ইবরাহীমু লাকানা নাবীয়া"
অর্থাৎ– হুযুর সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের শাহযাদা (পুত্র) হযরাত ইবরাহীম রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু যদি বেঁচে রইতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই নবী হতেন। অথবা
"লাওকানা বাদী নাবিউন লাকানা ইবরাহীমু"
অর্থাৎ– আমার পরে যদি, নবী হতো, তাহলে (আমার পুত্র ইবরাহীম) অবশ্যই নবী হতো।
এটা কি হাদীস?

উত্তর– হ্যাঁ, এশিয়া উপমহাদেশ বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ আশরাফ সিয়ালভী রহমাতুল্লাহি আলাইহ তাঁর "কাওসারুল খাইরাত লেসাইয়্যেদিস সাদাত" নামক কিতাবের ৪২ পৃঃ এটাকে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।
হাকীমুল উম্মাত মুফতী মুহাদ্দিস মোঃ আহমাদ ইয়ার খান নাঈমী রহমাতুল্লাহ আলাইহ তাঁর মিরআতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ নামক কিতাবের ৮ম খন্ডের ৮৪ পৃঃ শেষ মেষ লিখেছেন যে, কিছু কিছু মুহাদ্দিস এটাকে মারফু সহীহ হাদীস বলে মেনে নিয়েছেন।

৩১। প্রশ্ন– "লা আদওয়া"
অর্থাৎ– কোনো রোগ ছোয়াঁছে হয় না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এটা কি হাদীস?

উত্তর– আ'লা হযরাত রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু তাঁর মালফুয শরীফের তৃতীয় খন্ডের ৩২পৃঃ এটাকে হাদীস বলেই উল্লেখ করেছেন।
প্রকাশ থাকে যে, কোনো রোগ ছোয়াঁছে হয় না। তার স্বপক্ষে তিনি আরো একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হলো নিম্নরূপ–
"আলফাররো মিনাত্তাউনে কাল ফাররে মিনাযযাহফে"
অর্থাৎ– প্লেগ রোগ (সংক্রামক মহামারী) থেকে পলায়ন কারী, যুদ্ধ থেকে পলায়নকারীর সমতুল্য।
হাদীস শরীফে আরো এসেছে যে, যেখানে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়বে, সেখানে বিনা প্রয়োজনে যাবেনা।

৩২। প্রশ্ন– "সুমু তাসেহহু এবং হাজ্জু তাসতাগনু"
অর্থাৎ– তোমরা রোজা রাখো সুস্থ থাকবে। আর হজ করো, ধনী হয়ে যাবে।
এটা কি হাদীস?

উত্তর– হ্যাঁ, আ'লা হযরাত আলাইহির রহমা তার মালফুয শরীফ নামক কিতাবের ১ম খন্ডের ২৯পৃঃ এটাকে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।

৩৩। প্রশ্ন– "ইক্বাদুন্নাল আনামিলা ফাইন্নাহুন্না মাসউলাতুন মুসতানত্বেক্বাতুন"
অর্থাৎ– আঙ্গুলের গিট দিয়ে যিকরে ইলাহীর গণনা করো। কেননা কিয়ামতের দিন গিরাগুলোকে প্রশ্ন করা হবে, এবং তারা কথা বলবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এটা কি হাদীস?

উত্তর– হ্যাঁ, আ'লা হযরাত আলাইহির রহমা, তাঁর মালফুয শরীফ নামক কিতাবের ৪র্থ খন্ডে ৩৪পৃঃ এটাকে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।

একটি মসলা– বিদায়ের সময় মুসাফাহা নিষেধ নয়। (মালফুয শরীফ ১ম খঃ ৭০ পৃঃ)

৩৪। প্রশ্ন– তিনটি রোগকে অ-পছন্দ বা ঘৃনা করবে না। (ক) সর্দি (খ) খুজলী (চুলকানী) ও (গ) চোখ উঠা। কেননা, এই রোগগুলি শরীরের কিছু বড় বড় রোগকে আসতে বাধা দেয়।

এটা কি হাদীস?

উত্তর – হ্যাঁ এটা হাদীস।

আ'লা হযরাত আলাইহির রহমা, তাঁর মালফুয শরীফের ১ম খন্ডের ১৫ পৃঃ এটাকে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।

অথচ আমাদের দেশের বহু মসলমান, খাস করে এই তিনটি রোগকেই বেশী বেশী ঘৃনা তো করেই, ছোয়াঁছেও মনে করে। (নাউযুবিল্লাহ) পাঠক মহল, বলুনতো! হাদীস বিরোধী কাজ হচ্ছে না।?

৩৫। প্রশ্ন– বিশেষ করে মসজিদ ও মাদরাসার উন্নতিকল্পে জালসা গুলিতে, যে সমস্ত বক্তা চাঁদা আদায় করেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, হাদীসে আছে "আলমাসজিদো বায়তুল্লাহ অলমাদরাসাতু বায়তী" অর্থাৎ– নবী বলেছেন যে, মসজিদ আল্লার ঘর, আর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাদরাসা হচ্ছে আমার ঘর।

এটা কী হাদীস?

উত্তর– না এটা হাদীস নয়। আমার গরীবালয়ে হাদীস শাস্ত্রের যত কিতাব আছে– যেমন– বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, নাসায়ী শরীফ, ইবনো মাজা শরীফ, মিশকাত শরীফ, মুসনাদে ইমাম আযম, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, ত্বাহাবী শরীফ, বুলুগুল মারাম জামিউল আহাদীস ইত্যাদি, এই সমস্ত কিতাবের মধ্যে আজ অবধি, এটা যে হাদীস, এ কথা আমার নজরে কোথাও পড়েনি। হাদীস শাস্ত্রের কিতাব ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের শতাধিক বইপত্র আমি পড়ে দেখেছি। কিন্তু এই বাক্যটি যে হাদীসের অংশ এ কথা কোথাও দেখিনি।

তবে হ্যাঁ, মসজিদ ও মাদরাসা সংক্রান্ত যে সমস্ত কথা হাদীসে পাওয়া যায়। তার অর্থের সারাংশের সাথে এই বাক্যটির অর্থের মিল রয়েছে। মসজিদ অবশ্যই আল্লার এবাদতের ঘর। আর মাদরাসাও নবীর ঘর। তার কারণ হলো, মাদরাসাতে নায়েবে রাসুল ওলামায়ে কেরাম এবং মেহমানে রাসুল ত্বালাবায়ে এযাম-ই থাকেন। সুতরাং, এই বাক্যটিকে সরাসরি হাদীস না বলে, ওলামায়ে কেরামের ক্বওল বা বানী বলাটাই মঙ্গল।

৩৬। প্রশ্ন– "ক্বালবুল মুমিনে আরশুল্লাহ"

অর্থাৎ– মুমিনের (মসলমানের) হৃদয় আল্লার আরশ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এই বাক্যটি কি হাদীসের অংশ?
উত্তর– এই বাক্যটি হাদীসের অংশ নয়।

বহু কিতাব পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার পর এই বাক্যটির সন্ধান পাওয়া গেছে। "রেসালা গওসুল আযাম" নামক কিতাবের ব্যাখ্যা "জওয়াহিরুল উশশাক্ব" নামক কিতাবের ১২৭ পৃঃ হযরাত খাজা বান্দা নাওয়ায সৈয়দ মুহাম্মদ হুসাইনী গেসুদারায রহমাতুল্লাহি আলাইহ, মুমিনের হৃদয় ও আল্লার তাজাল্লী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, এক পর্যায়ে এই বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই বাক্যটির প্রয়োগ পদ্ধতি দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, এটা হাদীসের অংশ নয়। বরং কোনো বুযুর্গের ক্বওল বা বানী।

হ্যাঁ, "আল মাক্বাসিদুল হাসানাহ" নামক কিতাবের ৯৯০ নং হাদীসের মধ্যে একটি বাক্য আছে, যার অর্থ– এই ধরনের-ই হয়।
হাদীসের অংশটি নিম্নরূপ–
অ-আনিয়াতু রব্বেকুম ক্বুলুবু এবাদেহিস স্বলেহীন।
অর্থাৎ– (আল্লার) নেক বান্দাদের হৃদয় সমূহ, তোমাদের রবের তাজাল্লীর পাত্র সমূহ।

৩৭। আওলিয়ায়ে কেরামের শানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্বোরআন শরীফের ১১ পারা সুরা ইউনুসের ৬১ নং আয়াত– "আলা ইন্না আওলিয়াআল্লাহি লা খাওফুন আলাইহিম অ-লাহুম য়াহযানূন"। তিলাওয়াত করার পর, অনেকেই বলে থাকেন যে, আল্লাহ পাক ওলীদের শানে আলা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ পাক ওলীদের শানে আলা শব্দটি ব্যবহার করলেন কেন? আল্লাহ পাক

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আলা শব্দ আর কোনো জায়গায় আর কারোর জন্য ব্যবহার করলেন না কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি

অথচ, ওলিদের শানে এই আয়াতটি ছাড়া, পবিত্র ক্বোরআনে আলা শব্দটি আর কারোর জন্য অন্য কোথাও ব্যবহার করা হয়নি, এ কথা সঠিক নয়। বরং আলা শব্দটি কালাম পাকের মধ্যে বহু জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। নিচে তার কয়েকটি প্রমান দেওয়া হল। যেমন– ক্বোরআন শরীফ ১ম পারা সুরা আল বাক্বারার ১২ ও ১৩ নং আয়াতে সুরা আররাদের ২৮ নং আয়াতে আ'লা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ পাক সকলকে সঠিক বলার তাওফীক্ব দান করেন। আমীন।

একটি মসলা– কিছু কিছু নামাযী, তাকবীরে তাহরীমার সময় দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের লতিতে লাগিয়ে সরাসরি নাভীর নিচে হাত না বেঁধে, দুই হাত নিচের দিকে ছেড়ে দিয়ে, তারপর হাত বাঁধেন। এটা উচিৎ নয়।

সঠিক মসলা হচ্ছে, হাত নিচে দিকে না ঝুলিয়ে কান থেকে সরাসরি নাভীর নিচে বেঁধে নিতে হবে। (মালফুয শরীফ ৪র্থ খঃ ৪৩ পৃঃ)

৩৮। আমাদের দেশে অনেকেই বলে থাকেন যে, অখন্ড ভারতে ইসলাম ধর্ম, সর্ব প্রথম হিন্দালওলী হুযুর খাজা গরীব নাওয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহ নিয়ে এসেছেন। অথচ একথা ঐতিহাসিক ভূল। খাজা গরীব নাওয়াযের কয়েক শত বছর পূর্বে এই দেশে ইসলাম ধর্ম এসেছে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এটাই সঠিক কথা। (মালফুয শরীফ ১ম খঃ ১০৪ পৃ)।

৩৯। অনেকেই হয়তো অজান্তে বসে বসে মাথায় আমামা (পাগড়ী) বেঁধে থাকেন। আবার পায়জামা ইত্যাদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিধান করেন। অথচ শরীয়াতের বিধান মতে এটা সঠিক নয়। সঠিক ও সুন্নাত পদ্ধতি হলো, আমামা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁধতে হবে। আর পায়জামা ইত্যাদি বসে বসে পরিধান করতে হবে। যারা এই ব্যাপারে সুন্নাতী নিয়মের বিপরীত করবে, তাদের কে এমন একটি রোগ হবে, যার কোনো ঔষধ নাই বলে কিতাবে লিখা আছে। (আল্লাহপাক সমস্ত মসলমান কে সুন্নাত মুতাবিক চলার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন) (ক্বানুনে শরীয়াত ২য় খঃ ২০৬ পৃঃ)

৪০। আমাদের মুসলিম সমাজে অনেকেরই কোনো খবরই নাই, যে জুতো পরার সুন্নাতী নিয়ম কী? অধিকাংশ মানুষ আজও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে-ই জুতো পরে থাকেন। অথচ এটা সঠিক নয়। এ ব্যাপারে একটি হাদীসে বলা হয়েছে–"কানান্নাবীউ সল্লাল্লাহু তা'লা আলাইহি অ-সাল্লাম য়ানহা আঁয় ইয়াতানাআলার রাজুলু ক্বায়েমান"

অর্থাৎ– আল্লার রাসুল সল্লাল্লাহু তা'লা আলাইহি অ-সাল্লাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতো পরতে নিষেধ করতেন।

হাদীস মুতাবিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতো পরা খেলাফ সুন্নাত। (ফাতাওয়া রেজবীয়া শরীফ ২য় খঃ ৫২৫ পৃঃ)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৪১। আমাদের দেশে অনেক মুরব্বী/অসুস্থ ব্যাক্তিদেরকে দেখা যায় যে, তারা শীতকালে রোদ্রে পানি গরম করে গোসল করেন। অথচ এটা সঠিক নয়। রোদ্রে পানি গরম করে গোসল করা হাদীসে নিষেধ বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে, হযরত উমার ফারুক্বে আযাম রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে "লা তাগসিলু বিলমাইল মুশাম্মাসে ফাইন্নাহু ইউরিসুল বারসা"।

অর্থাৎ– তোমরা রোদ্রে পানি গরম করে গোসল করবে না। কেননা এতে শ্বেতী (ফুলের) রোগ হয়। (আল্লাহ পাক যেন সকলকে এই রোগ থেকে হেফাযত করেন। আমীন। কানযুল উম্মাল নবম খঃ ৩৪২ পৃঃ ফাতাওয়া রেজবীয়া শরীফ ১ম খঃ ৪১২ পৃঃ)

৪২। আমাদের দেশে এই কথা ব্যাপক ভাবে প্রচার হয়ে আছে যে, "আক্বিমুসস্বলাত অতুযযাকাত"

অর্থাৎ– তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত আদায় করো। আয়াতটি পবিত্র ক্বোরআনে ৮২ জায়গায় আছে। অথচ এ কথা মোটেই সঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরাত ইমামে আহলে সুন্নাত রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু তাঁর ফাতাওয়া রেজবীয়া শরীফ চতুর্থ খন্ডের ৩৭৭পৃঃ নিজ তাহক্বীক্ব পেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে উক্ত আয়াতটি কালাম পাকের মধ্যে ৮২ জায়গায় নয়, বরং মাত্র ৩২ জায়গায় আছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৪৩। এখনও বহু মুসলমান, রোজা ইফতার করার পূর্বেই "আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু অ-আলা রিযক্বিকা আফতারতু" ইফতারের এই দুওয়াটি পাঠ করে থাকেন। ইফতারের দুওয়াটি অবশ্যই সঠিক। এতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু দুওয়াটি পড়তে হবে কখন, এটা অনেকেরই জানা নেই। মনে রেখে দিবেন। উল্লেখিত দুওয়াটি ইফতারের আগে নয়। বরং ইফতার করার পর পাঠ করতে হয়। ইফতার করার সময় দুওয়া পড়ার নিয়ম হলো, খেজুর হোক অথবা পানি হোক অথবা যে কোনো হালাল খাদ্য দ্রব্য হোক, তা দিয়ে সমস্ত বৈধ কাজের চাবী "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" বলে ইফতার করবেন। তার পর উক্ত ইফতারের দুওয়াটি পাঠ করবেন।
বিশদ জানতে দেখুন (ফাতাওয়া রেজবীয়া শরীফ চতুর্থ খঃ ৬৫১ পৃঃ)
বিঃ দ্রঃ– এই ব্যাপারে আমার একটি ইসলামি শ্লোক আছে– সেটা হলো এই,

"বিসমিল্লাহ বলে ইফতার করুন,
ইফতার পরে দুওয়া পড়ুন।"

৪৪। অনেক মসলমান আজও এই কথা বলে আলেম সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ করে থাকেন যে, জাহেল লোক না জেনে ভুল করে। তাই তাদের সিঙ্গেল পাপ। আর আলেমেরা জেনে পাপ করে, তাই তাদের ডাবোল পাপ। অথচ এই কথা আদৌ সঠিক নয়। কার পাপ সিঙ্গেল আর কার পাপ ডাবোল। তার প্রমান স্বরুপ নিম্নে একটি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সহী হাদীস দেওয়া হলো– ফাতাওয়া রেজবীয়া শরীফ এবং মুসনাদুল ফিরদাউস নামক কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে, নাঈমুল ফিক্বহ ফিল জুযঈয়াতিশশারয়ীয়া নামক কিতাবের ১০১ পৃঃ আছে– আল্লার প্রিয় রাসুল পবিত্র যোবানে বলেছেন– (মূলহাদীস) যাম্বুল আলিমে যাম্বুন ওয়াহিদুন অ-যাম্বুল জাহিলে যানাবানে, ক্বীলা অ-লিমা ইয়া রাসুলাল্লাহি? ক্বালা আল আলিমু ইউয়াযযাবু আলা রোকুবিহি যযাম্বা, অলজাহিলু ইউয়াযযাবু আলা রোকুবিহি যযাম্বা "অ তারাকাত্তাআল্লুমে। অর্থাৎ– আলেমের পাপ সিঙ্গেল আর জাহেলের পাপ ডাবোল। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লার রাসুল এ রকম কেন? উত্তরে হুযুর বললেন যে, আলেমের পাপ শুধু এই জন্য যে, সে আমল করেনি। আর জাহেলের একটি পাপ বিদ্যা অর্জন না করা। এবং দ্বিতীয় পাপ হলো তার উপর আমল না করা।

উল্লেখিত হাদীসের আলোকে, আ'লা হযরাত ইমামে আহলে সুন্নাত রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু তাঁর মালফুয শরীফ ১ম খন্ডের ২০পৃঃ লিখেছেন যে, "না জানাটাও" একটি পাপ। কাজেই ক্বিয়ামতের দিন "হে আল্লাহ আমি জাহেল ছিলাম। আমি কিছু জানতাম না" এই কথা বলে রেহাই পাওয়া যাবে না।
(আল্লাহ পাক সকলকে আলেম সম্প্রদায়ের আদব করার তাওফীক্ব দান করেন। আমীন)

৪৫। অনেকেই বলে থাকেন যে, কারবালার ময়দানে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হযরাত ক্বাসিম রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুর সাথে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুর কন্যা, হযরাত সাকীনার বিবাহ হয়েছিল।

অথচ এ কথা আদৌ সত্য নয়। এ ব্যাপারে ভারত বিখ্যাত আলেম মওলানা মোঃ আমিনুল ক্বাদেরী সাহেব তাঁর তারিখে কারবালা নামক কিতাবের ৩৪৪ পৃঃ স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, কারবালার প্রান্তরে হযরাত ক্বাসিমের সাথে হযরাত সাকীনার বিবাহের যে বর্ণনা প্রচার হয়ে আছে, সেটা ভূল। ঐ সময় হযরাত সাকীনার বয়স মাত্র সাত বছর ছিল। কারবালার পরে উপযুক্ত সময়ে তার বিবাহ হযরাত মুসয়াব বিন যোবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুর সাথে হয়েছিল। এটাই সঠিক বর্ণনা।

৪৬। আমাদের দেশে এখনও বহু মসলমানকে কাঁকড়া খেতে দেখা যায়। অথচ শরীয়াতের বিধান মতে ছোট বড় সমস্ত রকমের কাঁকড়া খাওয়া হারাম। এ বিষয়ে ফাতাওয়া দামানে মুস্তফার ১ম খন্ডের ৯০ পৃঃ আছে যে, হানিফী মাযহাব অনুসারে মাছ ছাড়া জলের মধ্যে বসবাস কারী সমস্ত প্রাণী-ই হারাম।

৪৭। অনেক এলাক্বায় গায়েবী জানাযার নামায পড়ার প্রচলন দেখা যায়। অথচ গায়েবী জানাযার নামায পড়া জায়েজ নয়। এ প্রসঙ্গে ফাতাওয়া দামানে মুস্তাফার ১ম খন্ডের ৪২ পৃঃ লিখা আছে যে, সামনে যদি লাশ বা কবর না থাকে, তাহলে জানাযার নামায পড়া জায়েজ হবেনা। আর এটাকেই গায়েবী জানাযার নামায বলা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হয়।

৪৮। শিকমা, ভুঁড়ি, গিজরী, ওঝড়ী, ভুঁটি সবগুলি একই জিনিসের-ই নাম। মুসলিম সমাজে এই অ-রুচিকর জিনিসটি খাওয়ার প্রবনতা এখনও কিছু সাধারণ লোকের মাঝে লক্ষ্য করা যায়। অথচ এটা খাওয়া জায়েজ নয়। বরং নাজায়েজ এবং পাপ। দেখুন– ফাতাওয়া দামানে মুস্তাফা ১ম খঃ ১২৮ পৃঃ)

বিঃ দ্রঃ– শুধু শিকমা-ই নয়, বরং হালাল পশুর দেহের মধ্যে সর্ব মোট ২২টি অংশ খাওয়া মাকরুহ না জায়েজ ও হারাম। বিশদ জানতে দেখুন– বাংলা-ফায়যানে সুন্নাত ১ম খন্ডের ৪৫০-৪৫৩ পৃষ্ঠা। ফাতাওয়ায়ে রেজবীয়া শরীফের উর্দু শারাহ ২০ খঃ ২৪০-২৪১ পৃঃ।

৪৯। অধিকাংশ লোকেরই ধারনা যে, হযরাত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু দুলদুল নামক ঘোড়ার উপর চড়ে কারবালা শরীফ গিয়ে ছিলেন। অথচ দুলদুল নামক পশুটি প্রকৃত ঘোড়া ছিল না। বরং দুলদুল নামক পশুটি ছিল ঘোড়া ও গাধার মিলনে জন্ম, দো আসলা কালো ধরনের একটি (Female) মাদি পশু। যাকে আরবী ভাষায় বেগালুন এবং উর্দু ভাষায় খচ্চর বা ভারবাহী পশু বলা হয়। তৎকালীন মাক্বুক্বাশ বাদশা দুলদুল নামক এই পশুটিকে হুযুর আলাইহিস সালামের খিদমতে উপঢৌকন স্বরুপ পেশ করেন। এবং হুযুর পাক সেটা গ্রহনও করেন। হুযুর পাকের ওফাত শরীফের পর এই দুলদুল, মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুর নিকটে থাকে। মাওলায়ে কায়েনাতের শাহাদাতের পর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ওয়ারিস সূত্রে ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু এই দুলদুলের মালিক হন। ইমামে পাক কারবালার সফরে যানবাহন হিসাবে সেটাকে ব্যবহার করেন। (ফিরোযুল্লুগাত, জামিউল্লুগাত ৩১১ পৃঃ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)

৫০। মৃত্যুর পর কবরে হযরাত মুনকার ও নাকীর দুই ফেরেশ্তা (আলাইহিমাস সালাম) মৃত্যু ব্যক্তিকে কোন্ ভাষায় প্রশ্ন করবেন। এটা নিয়েও আমাদের মাঝে নানান কথা শোনা যায়। এই বিষয়টিও এখানে পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরাত ইমামে আহলে সুন্নাত রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু তাঁর মালফুয শরীফের চতুর্থ খন্ডের ১২পৃঃ লিখেছেন যে, মৃত্যুর পর মৃত্যু ব্যক্তির ভাষা আরবী হয়ে যাবে, এমন কোনো কথা হাদীসে পরিস্কার ভাবে কিছু বলা নাই। তিনি আরো লিখেছেন যে, ইবরিয শরীফ কিতাবের লিখক হযরাত সায়্যেদী আব্দুল আযীয দাব্বাগ রহমাতুল্লাহি আলাহির শাইখ (গুরু) বলেছেন যে, মুনকার–নাকীরের প্রশ্ন সুরয়্যানী ভাষাতে হবে। তিনি সুরয়্যাণী ভাষার কয়েকটি শব্দও বলেছেন। এর দ্বারা প্রমাণ হলো যে, মুনকার-নাকীরের তিনটি প্রশ্ন ও তার উত্তরে মৃত্যু ব্যক্তির জবাব সম্পর্কে হুযুর আলাইহিস সালাম আরবী ভাষায় হাদীস পাকে যা বলে গেছেন। সেগুলি হলো ঐ সুরয়্যানী ভাষার আরবী অনুবাদ। (ওয়াল্লাহু আলামু বিসসওয়াব)

৫১। অনেক নামাযী মনে করেন যে, দুই রাকাত বিশিষ্ট

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নামাযে, প্রথম রাকাতেই যদি ক্বোরআন শরীফের সর্বশেষ সূরা, সূরা আন্নাস কেউ পাঠ করে ফেলেন, তাহলে দ্বিতীয় রাকাতে সুরা, আল বাক্বারার প্রথম অংশ পাঠ করলে নামাযের মধ্যে ক্বোরআন পাঠ তারতীবের খেলাফ হয়ে যাবে। অথচ এ কথা সঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে আলা হযরাত ইমামে আহলে সুন্নাত রাদিয়াল্লাহু তালা আনহু তাঁর মালফুয শরীফের চতুর্থ খন্ডের ৬৮ পৃঃ লিখেছেন যে, এতে তারতীবের খেলাফ হবে না। তিনি বলেন যে, আওলিয়ায়ে কেরাম একাক রাকাতে দশ খতম করে ক্বোরআন পাঠ করতেন। তাঁরা তো সূরা নাসের পর সূরা আল বাক্বারাই পড়তেন। (সুবাহানাল্লাহ)

৫২। মুনাজাতের শেষে বে-হাক্কে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ হবে, না বা-হাক্কে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ হবে। সাধারণ লোক তো দুরের কথা। অনেক ইমাম সাহেবও জানেন না।

বিষয়টি জেনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, দুওয়া বা মুনাজাত যদি উর্দু বা ফারসী ইত্যাদি ভাষাতে হয়, তাহলে বা হাক্কে হবে। আর যদি আরবী ভাষায় হয়, তাহলে বে-হাক্কে হবে। তার কারণ হলো আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী আরবী ভাষাতে বা জাররা যের দিয়ে হয়। আর উর্দু, ফারসী ইত্যাদি ভাষাতে বা জাররা যাবার দিয়ে হয়। (ফাতাওয়া দামানে মুস্তাফা ১ম খঃ ১৭৬ পৃঃ।) অনুরূপ আয়ত পাঠের পূর্বে বা-বারকাতে বিসমিল্লাহ..... বলাটাও ভূল। সঠিক হলো বি-বারকাতে বিসমিল্লাহ.....।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৫৩। আরবী বৎসরের ২য় মাস সফর চাঁদের শেষ বুধবার, আখেরী চাহার শাম্বা বলে পরিচিত। আমাদের দেশে এ কথা ব্যাপক ভাবে প্রচার করা হয়েছে যে, এই দিন নাকি হুযুর আলাইহিস সালাম, রোগ মুক্তি লাভ করে গোসল সেরে ছিলেন। তার-ই খুশিতে আজও এই দিনটি খুব জাঁক জমক ভাবে পালন করা হয়। অথচ এই কথা আদৌ সঠিক ও সত্য নয়। বরং এটা ভিত্তিহিন ও বে-দলিলি কথা। সহী হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এই দিন হুযুর আলাইহিস সালামের শারিরীক পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছিল। দেখুন (ফাতাওয়া দামানে মুস্তাফা ১ম খঃ ৬০ পৃঃ) আল্লা পাক সকলকে সঠিকটা বুঝার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন

৫৪। মুসলিম নারী তো নারী। বহু মুসলিম পুরুষ লোকেরও ধারনা যে, মেয়ে লোকদেরকে মাযার যিয়ারতে নিয়ে গেলে তারা প্রচুর সওয়াবের অধিকারী হয়। (নাউযুবিল্লাহ) অথচ শরীয়াতের বিধান মতে হুযুর পাকের রওয়া শরীফ এবং যাদের সাথে বিবাহ চিরতরে হারাম, এমন আত্মীয়দের কবর ছাড়া মহিলাদের জন্য পৃথিবীর কোনো মাযারে যাওয়ার অনুমতি নাই। বিশদ জানতে দেখুন (ফাতাওয়া দামানে মুস্তাফা ১ম খঃ ১৬৪ পৃঃ)

৫৫। আমাদের দেশে অনেকেই মনে করেন যে, কুরবানীর খালের (চামড়ার) টাকা মসজিদে দেওয়া যাবে না। অথচ এ কথা সঠিক নয়। এ ব্যাপারে শরীয়াতের সঠিক মসলা হলো এই যে, কুরবানীর খালের টাকা মসজিদ, মাদরাসা,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মকতব সহ যে কোনো নেক কাজে লাগানো যাবে। তাতে কোনো অসুবিধা নাই। (ফাতাওয়া পাসবান ১২ এবং ১৭ পৃঃ)

৫৬। অনেক নামাযী ভাইকে দেখা যায় যে, নামায পড়ার সময় পায়জামা ও প্যান্টের মুড়িকে এবং ফুল শার্ট জামার হাতাকে খানিকটা উপর দিকে গুটিয়ে নামায পড়ে থাকেন। অথচ নামাযের মধ্যে কোনো কাপড় বা চুলকে গুটিয়ে নামায পড়া জায়েজ নয়। এ ব্যাপারে সহী বোখারী শরীফ আরবী ১ম খন্ডের ১১৩পৃঃ "নামাযের মধ্যে কোনো কাপড় না গুটানোর অধ্যায়ে" হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুমা হতে বর্ণিত একটি হাদীসে আল্লার রাসুল পবিত্র যোবানে বলেছেন– "উমিরতু আন আসজুদা আলা সাবয়াতে আ'যোমিন অ-লা কুফফা শা'রান অ-লা সাওবান।"
অর্থাৎ– আমাকে সাতটি হাড় বিশিষ্ট অঙ্গের উপর সাজদা করার এবং নামাযে কোনো চুল ও কোনো কাপড় না গুটানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। সহী বোখারী শরীফের এই হাদীস থেকে প্রমান হলো যে, নামাযের মধ্যে কোনো কাপড় গুটানো জায়েজ নয়।

৫৭। কোনো কোনো এলাকায়, মৃত্যু ব্যক্তিকে দাফন করার সময় কবরস্থানে মিষ্টান্ন দ্রব্য (যেমন-বাতাশা, গুড়, চিনি, মতিচুরের লাড়ু ইত্যাদি) নিয়ে যাওয়া হয়। এবং দাফনের পর সেগুলি সেখানেই বিতরণ করা হয়। অথচ এটা শরীয়াত সম্মত কাজ নয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এ ব্যাপারে আ'লা হযরাত ইমামে আহলে সুন্নাত রাদিয়াল্লাহ তা'লা আনহু তাঁর মালফুয শরীফ কিতাবের তৃতীয় খন্ডের ১৬পৃঃ এবং আহকামে শরীয়াত নামক কিতাবের ২৪৭পৃঃ লিখেছেন যে, মৃত্যু ব্যক্তির সাথে কবরস্থানে মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি নিয়ে যাওয়া নিষেধ।

৫৮। আমাদের দেশে শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ-ই লাশ কে কবরে চিৎ করে রেখে দিয়ে শুধু তার মুখ মন্ডলটা কাবা শরীফের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে থাকেন। অথচ কবরে এইভাবে লাশ রাখা সঠিক নয়। কবরে লাশ রাখার সঠিক এবং সুন্নাত নিয়ম হলো, লাশের আপাদ মস্তক ডান দিকে কাইত করে রাখা। এ ব্যাপারে জগৎ বিখ্যাত ইসলামী আইন শাস্ত্রের আরবী কিতাব রদ্দুল মুহতার ৩য় খঃ ১৪১ পৃঃ লিখা আছে যে, "অ-য়াম্বাগী কওনুহু আলা শাক্কেহিল আয়মান"।
অর্থাৎ– মৃত দেহকে কবরে ডান দিকে কাইত করে রাখা উচিত (সুন্নাত)।

৫৯। আমাদের দেশে এখনও বহু মসজিদে খুৎবার আযান মসজিদের ভিতরে-ই দেওয়া হয়ে থাকে। অথচ শরীয়াতের বিধান মতে মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া বেদআত, খেলাফে সুন্নাত না জায়েজ এবং মাকরুহ তাহারিমী। অর্থাৎ– হারামের নিকটবর্ত্তী। এ প্রসঙ্গে সহী আবুদ দাউদ শরীফ ১ম খন্ড ১৫৫ পৃঃ "জুময়ার আযানের বিবরণে" হযরাত সাঈব বিন ইয়াযীদ হতে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হুযুর আলাইহিস সালাম মদীনা শরীফে মসজিদে নববীতে শুক্রবারের দিন খুৎবা দেওয়ার জন্য মিম্বার শরীফে যখন বসতেন, তখন হুযুরের সামনা সামনি মসজিদের দরজার উপর আযান দেওয়া হতো। এবং হযরাত আবু বাকার ও হযরাত উমার রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুমার যুগেও এই ভাবে-ই আযান দেওয়ার প্রথা ছিল। এই হাদীস দ্বারা প্রমান হলো যে, মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া নিষেধ। এই হাদীসের আলোকে ফুক্বাহাগন বলেছেন যে, জুময়ার আযান হোক আর পাঁচ ওয়াক্তের আযান হোক, জুময়ার প্রথম আযান হোক আর ২য় আযান হোক, শুধু মুখে আযান হোক অথবা মাইকে হোক, ওয়াক্তিয়া মসজিদ হোক অথবা জুময়ার মসজিদ হোক, মাটির মসজিদ হোক আর টাটির মসজিদ হোক, ছোট মসজিদ হোক আর বড় মসজিদ হোক, ১তলা হোক আর ৫ তলা হোক, খোদার মসজিদ হোক আর নাখোদার মসজিদ হোক, মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া যাবে না। দিলে গোটা গ্রাম বাসী গুনাহগার হবে।

৬০। ওয়াহাবী তো ওয়াহাবী, কোথাও কোথাও কিছু সুন্নী মসলমানেরাও একামতের সময় মসজিদে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। অথচ শরীয়াতের বিধান মতে একামতের সময় মসজিদে / জামাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা সুন্নাতের খেলাফ কাজ। এ প্রসঙ্গে নুযহাতুলক্বারী শারহে সহী বোখারী শরীফ তৃতীয় খন্ডের ১২৬ পৃঃ একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখা আছে যে, ইমাম

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ও মুক্বতাদীগন যদি আগে থেকেই মসজিদে উপস্থিত থাকেন, তাহলে এক্বামত দেওয়ার সময় সকলেই বসে থাকবেন। মুকাব্বির যখন হাইয়্যালাসস্বলা পর্যন্ত পোঁহছাবেন, তখন দাঁড়াতে আরম্ভ করবেন। আর হাইয়্যালাল ফালাহ বলা পর্যন্ত সকলে-ই দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করবেন। এটাই সুন্নাত।

৬১। সাধারণ লোকের তো জানার কথা নয়। কিছু কিছু মওলবী সাহেবকেও এ কথা বলতে শুনেছি যে, মসলমানদের ডান কাঁধে যে ফেরেশ্তা নেকী লেখেন তিনি হলেন কেরামান। আর বাম কাঁধে যে ফেরেশ্তা পাপ লেখেন তিনি হলেন কাতেবীন। অথচ, কেরামান-কাতেবীন কোনো ফেরেশ্তার নাম নয়। "কেরামান কাতেবীনা" এটা হচ্ছে ক্বোরআন শরীফের ৩০ পারার সূরা আলা ইনফেত্বরের ১১ নং আয়াত। যার বাংলা অর্থ হচ্ছে– সম্মানিত লেখকগন।
প্রকাশ থাকে যে, মসলমানদের ডান কাঁধে, নেকী লেখার জন্য মোট দুইজন ফেরেশ্তা থাকেন। রাতের জন্য একজন এবং দিনের জন্য একজন। অনুরূপ বাম কাঁধেও দুইজন ফেরেশ্তা পাপ লেখার জন্য নিযুক্ত রয়েছেন। রাত্রের জন্য একজন দিনের জন্য একজন। সর্ব মোট ৪জন। তাঁদের নাম কি সে কথা আলাদা। তবে কেরামান কাতেবীন অবশ্যই তাঁদের নাম নয়।বরং তারা এই নামে পরিচিত।

৬২। কিছু বক্তার মুখে শোনা যায় যে, মেরাজ শরীফের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রাতে হুযুর আলাইহিস সালাম জুতো মুবারাক পরে, আরশের উপরে উঠেছিলেন। অথচ, এ কথা মোটেই সঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরাত ইমামে আহলে সুন্নাত রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু তাঁর আহকামে শরীয়াত নামক কিতাবের ১৬৬ পৃঃ লিখেছেন যে, এ ধরনের বর্ণনা নিছক মিথ্যা এবং মন গড়া।

৬৩। এত ছোট (বাচ্চা) মাছ যার পেট কেটে নাড়িভুড়ি বের করা মোটেই সম্ভব নয়।-এমন মাছ খাওয়ারও প্রচলন রয়েছে আমাদের মুসলিম সমাজে। অথচ, এ ধরনের মাছ সরাসরি রান্না করে খাওয়া অথবা সুটকি করে রান্না করে খাওয়া কোনোটাই শরীয়াত সম্মত নয়। এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরাত ইমামে আহলে সুন্নাত রাদিয়াল্লাহু ত'লা আনহু তাঁর আহকামে শরীয়াত নামক কিতাবের ৩৫পৃঃ লিখেছেন যে, এ প্রকার মাছ খাওয়া মাকরুহ তাহরিমী। অর্থাৎ হারামের কাছাকাছি।

৬৪। একেবারে সাধারণ ও খুব-ই সরল মনের কিছু মহিলা মুরীদ মনে করেন যে, পীর সাহেবের সামনে পর্দা করার প্রয়োজন নাই। অথচ এটা মোটে-ই সঠিক নয়। শরীয়াতের বিধান হলো যে, পীর সাহেব যদি মহিলা মুরীদের মাহরাম না হন, তাহলে মহিলা মুরীদ কে পীর সাহেবের সামনে পর্দা করা ওয়াজিব। (বিশদ জানতে দেখুন– আহকামে শরীয়াত ২০১পৃঃ)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৬৫। মুসলিম সমাজের কিছু মানুষ মনে করেন যে, আক্বীক্বার মাংস পিতা-মাতা, দাদা-দাদি এবং নানা-নানি খেতে পাবে না। অথচ, ইসলাম ধর্মের আইনে এ ধরনের কোনো কথা ক্বোরআন হাদীসে কোথাও বলা হয় নি। এ সম্পর্কে আলা হযরাত ইমামে আহলে সুন্নাত রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু তাঁর মালফুয শরীফের ১ম খঃ ৩৬পৃঃ লিখেছেন যে, আক্বীক্বার মাংস সকলে-ই খেতে পাবে।

৬৬। অনেকেই বলে থাকেন যে, মহরমের মাসে বিবাহ দেওয়া ঠিক নয়। অথচ, এ কথা আদৌ শরীয়াত সম্মত নয়। আ'লা হযরাত আলাইহির রহমা তাঁর মালফুয শরীফ কেতাবের ১ম খন্ডে ৩৬পৃঃ লিখেছেন যে, আরবী ইসলামী ১২টি মাসের মধ্যে, কোনো মাসেই বিবাহ দেওয়া নিষেধ নয়।

৬৭। আজকাল বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মকতব মাদরাসাগুলিতে স্বদক্বায়ে ওয়াজেবাহ্ যেমন– যাকাত, ফেতরা এবং ওশুরের টাকা আদায় করে, হিলায়ে শারয়ী না করেই, বিল্ডিং নির্মাণ ও শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদি খাদে সরাসরি খরচ করা হচ্ছে। অথচ শরীয়াতের বিধান মতে এটা জায়েজ নয়। আর এটা এমনই একটা মসলা, যেটা মুদাররিস গায়ের মুদাররিস সকল ওলামায়ে কেরামেরই জানা আছে। তবুও ওলামায়ে কেরাম কেন যে চুপচাপ রয়েছেন আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামের আইন অনুযায়ী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

স্বদক্বায়ে ওয়াজেবাহ আদায় হওয়ার জন্য কোনো হক্বদার মুসলিম ফক্বীর (গরীব) কে ঐ মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত। অন্যথায় আদায় হবে না।

বিঃ দ্রঃ– যাকাত, ফেতরা এবং ওশুরের মাল বা টাকাগুলি কোনো হক্বদার মুসলিম ফক্বীর (গরীব) মানুষ কে দান করে দিয়ে (মালিক বানিয়ে দিয়ে) ঐ গরীব মানুষের যাকাত, ফেতরা ও ওশুরের মাল বা টাকাগুলি স্বেচ্ছায় মকতব-মাদরাসায় পূনরায় দান করে দেওয়াকে শরীয়াতের পরিভাষায় হিলায়ে শারয়ী বলা হয়। এই নিয়ম পালন করলে স্বদক্বায়ে ওয়াজেবার মাল বা টাকা মকতব-মাদরাসার বিল্ডিং এবং শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদির কাজে সরাসরি লাগানো যাবে, তাতে কোনো রকম অসুবিধা নাই।

বিশদ জানতে দেখুন হুযুর তাজুশশারীয়ার লিখা (মাজমুয়া ফাতাওয়া মারকাযী দারুল ইফতা ২৮৩ পৃঃ)

৬৮। আজও বহু মানুষকে দেখা যায় যে খাস করে জুময়ার দিনে মসজিদে প্রবেশ করার পর, একটু খানিক না বসে কোনো সুন্নাত বা নফল নামায পড়েন না। অথচ, এটা একটি হাদীস বিরোধী কাজ। শরীয়াতের বিধান মতে মসজিদে প্রবেশ করার পর বসার পূর্বে-ই দোখুলুল মাসজিদ বা তাহিয়্যাতুল ওযু ইত্যাদি নামায পড়া সুন্নাত।

এ প্রসঙ্গে সহী মুসলিম শরীফ ১ম খন্ডের ২৪৮পৃঃ বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ আছে যে, হুযুর আলাইহিস সালাম বলেছেন যে, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে। তখন সে যেন বসার পূর্বে-ই

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দুই রাকাত নামায পড়ে।

৬৯। কোনো কোনো বক্তা সাহেব বক্তব্য শেষ করে মঞ্চ থেকে নামার পূর্ব মুহূর্তে বলে থাকেন যে, বলার মধ্যে ভাষার মধ্যে যদি হয়ে থাকে ভুল ত্রুটি, তাহলে তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। তারপরে তিনি হয়তো বেখেয়ালীতে পাঠ করে থাকেন– "ওয়াস্তাফিরিল্লাহ মিন কুল্লে যাম্বিন"।

অথচ এখানে শব্দটি 'ওয়াস্তাগফিরিল্লাহ' হবে না। বরং সঠিক শব্দ হবে, আস্তাগাফিরুল্লাহা মিন কুল্লে যাম্বিন যার অর্থ হচ্ছে, আমি আল্লার নিকট ক্ষমা চাইছি সমস্ত প্রকার পাপ থেকে। আর "ওয়াস্তাগাফিরিল্লাহা" শব্দের অর্থ হয়– তুমি আল্লার নিকট ক্ষমা চাও।

৭০। আমাদের দেশে এ কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে যে, হযরাত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুকে জা'য়েদা নামক মহিলা বিষ দেয়নি। বরং অন্য কোনো মহিলা বিষ দিয়েছিল। অথচ এ কথা মোটেই সঠিক নয়। এ ব্যাপারে সঠিক ও সত্য কথা হলো এই যে, হযরাত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুকে ঐ জা'য়েদা নামক মহিলা-ই বিষ দিয়েছিল।

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, হুযুর মুফতীয়ে আযামে আলামে ইসলাম আলাইহির রহমার লিখা কিতাব (ফাতাওয়া মুস্তাফাবিয়া তৃতীয় খঃ ১৮২ পৃঃ)

৭১। কতক গুলো পীর সাহেব হুযুর ও তাঁদের ভক্তগনকে দেখা যায় যে, তাঁরা শরীয়াত ও সুন্নাত মুতাবিক এক

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুষ্টি-ই দাঁড়ি রাখেন ঠিক-ই। কিন্তু মোচ কে কেটে ছোট করার পরিবর্ত্তে একেবারে চেঁছে-ই ফেলেন। অথচ এটা সঠিক কাজ নয়। এ প্রসঙ্গে বিশ্ব বিখ্যাত মুফাসসিরে ক্বোরআন আল্লামতুয যামান হাকীমুল উম্মাত মুফতী মোঃ আহমাদ ইয়ার খান আলাইহির রহমা তাঁর মিরআতুল মানজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ নামক কিতাবের ১ম খন্ডের ২৭৬ পৃঃ লিখেছেন যে, মোচ চেঁছে ফেলা নিষেধ। প্রকাশ থাকে যে, মোচ সম্পর্কে সহী হাদীসে "কাসসুশশারিব" অর্থাৎ- মোচ ছোট করার কথা উল্লেখ আছে। "হালাকুশশরিব" অর্থাৎ- মোচ চেঁছে ফেলার কথা উল্লেখ নাই।

এই জন্য সমস্ত ওলামায়ে আহলে সুন্নাত অ-জামাত মোচ ছোট করেন, চেঁছে ফেলে দেননা।

৭২। সাধারণ লোকের কথা নয়। আমি একজন পীর সাহেবকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তিনি নাকি এশার নামায পড়ার পর কিছুক্ষন যিকির-আযকার করে ঐ জায়নামাযেই একই ওযুতে তাহাজ্জুদের নামায পড়েন তার পর ঘুমান।

অথচ শরীয়াতের মসলা হচ্ছে যে, এশার নামায পড়ে, না ঘুমিয়ে তাহাজ্জুদের নামায হয়না। এ প্রসঙ্গে বিশ্ব বিখ্যাত মুফাসসিরে ক্বোরআন আল্লামতুয যামান হাকীমুল উম্মাত মুফতী মোঃ আহমাদ ইয়ার খান আলাইহির রহমা তাঁর মিরআতুল মানজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ নামক কিতাবের ২য় খন্ডের ২৩৩

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পৃঃ লিখেছেন যে তাহাজ্জুদ পড়ার পূর্বে ঘুমানো জরুরী। ৭৩। জানাযার নামাযে, চার তকবীর বলার সময় ইমাম ও মুক্তাদীগণ আকাশের দিকে মুখমন্ডল উঠিয়ে থাকেন। অথচ এটা আদৌ শরীয়াত সম্মত কাজ নয়। বরং নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে দেখা থেকে বিরত থাকার কথা সহী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মিশকাত শরীফ ১ম খঃ ৯০পৃঃ নামাযের মধ্যে কী করা জায়েজ এবং কী করা না জায়েজ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে হযরাত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু হতে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লার রাসুল বলেছেন, নামাযীগণ যেন নামাযে আকাশের দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকে। নচেৎ তাদের চক্ষু (দৃষ্টিশক্তি) কেড়ে নিতে পারে। আল্লাহ্ পাক যেন সমস্ত নামাযীগণকে হেফাযত করেন। আমীন।

বিঃ দ্রঃ– কেউ যদি ছাপানোর খরচ বহন করতে পারেন। তাহলে এ প্রকার আরও ৭৩টি বিষয়ের উপর নগদ কথা বইয়ের ২য় খন্ড লেখার ইচ্ছা রইল।

মুফতী সাহেবের অন্যান্য বই পুস্তক সহ
সুন্নী জগৎ পত্রিকা পড়তে, সুন্নী
ওলামায়ে কেরামের ওয়াজ নসিহত
শুনতে এবং সুন্নী জামাতের বিভিন্ন
খবরা খবর জানতে সার্চ করুন
www.sunniduniya.in
www.yanabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী সাহেবের কলমে প্রকাশিত পুস্তকাদি

১। আল্লাহর রহমত ও বিসমিল্লাহর ফযিলত।
২। ১৮টি সহি দলিলসহ রেজবী ক্বেয়াম।
৩। গানের সুরে গজল পড়া জায়েজ কিনা? উত্তরসহ– রেজবী গজল।
৪। ১১১টি প্রশ্নোত্তরে আ'লা হযরাত পরিচিতি।
৫। আক্বাম্বিহ (উর্দু ভাষায়)।
৬। ক্বাদেরী রেজবী সিলসিলার (উর্দু শাজরার বঙ্গানুবাদ)।
৭। নাক্বশেবান্দী সিলসিলার (উর্দু শাজরার বঙ্গানুবাদ)।
৮। যাদের পাটা যাদের নোড়া, তাদেরই ভাঙ্গল দাঁতের গোড়া
৯। .....ক্বদম চুম্বন জায়েজ কিনা।
১০। .....হুযুর আলাইহিস সালাম জীবনে কী কী করেননি।
১১। .....তওবা করা ফরজ।
১২। চিশতিয়া আবুল উলাইয়া (উরদু শাজরার বঙ্গানুবাদ)
১৩। নগদ কথা

বিজ্ঞাপন সমূহ

১। কবরে আযান জায়েজ কিনা?
২। এক্বামতের সময় বসা সুন্নাত
৩। আনন্দ সংবাদ
৪। সত্যের সন্ধান ও খুৎবার আযান
৫। যদি কেহ বলেন
৬। আপনি বিভ্রান্ত হবেন কেন?
৭। শা'বান চাঁদে শবে-বারাত ও নফলী এবাদাত
৮। মাহে রমযানের ফযিলত ও শবে-ক্বদরের নফলী এবাদত
৯। তোহফায়ে ঈমানী বা মাসায়েলে কুরবানী
১০। রাসুল সম্রাট বিশ্ব নবী জীবনে কী কী করেন নি
১১। হাদীসে রাসুলে আরাবী ও ২০ রাকাত তারাবী
১২। ক্বোরআন হাদীসের অপ-ব্যাখ্যার জবাব

www.YaNabi.in